106527 - যাদরে দশেে দনি বড় হয় অথবা সূর্য অস্ত যায় না তারা কভিাবে নামায ও রোজা পালন করবে

প্রশ্ন

যাদরে অঞ্চলে দনি ২১ ঘণ্টা দীর্ঘ হয় তারা কি করবে? তারা কি রোজার জন্য বশিষে কোন হসিাব করে নবি? যাদরে অঞ্চলে দনি খুব ছোট তারা কি করবে? একইভাবে যাদরে অঞ্চলে ৬ মাস দনি ও ৬ মাস রাত থাকে তারা কি করবে? তারা কভিাবে নামায ও রোজা আদায় করবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যাদরে অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টার পরসিরে রাতদনি হয় তারা দবিাভাগে রোজা পালন করবে। দবিাভাগ ছোট হোক কংিবা বড় হোক। আলহামদুলল্লিাহ, দবিাভাগ ছোট হলওে সে ভাগে রোজা রাখা তাদরে জন্য যথষ্টে। পক্ষান্তরে যাদরে দনিরাত ২৪ ঘণ্টার চয়েে দীর্ঘ হয় যমেন– ৬ মাস তারা নামায ও রোযার জন্য একটি সময়সূচী নর্িধারণ করে নবি। যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল আবর্িভূত হওয়ার দনিরে ব্যাপারে একটি সময়সূচী নর্িধারণ করে নয়োর আদশে করছেনে। যে দনি হবে ১ বছররে সমান অথবা ১ মাসরে সমান কংিবা ১ সপ্তাহরে সমান।

সৌদি উচ্চ উলামা পরষিদ এই মাসয়ালাটি গবষেণা করে একটি সদ্ধিান্ত প্রকাশ করছেনে; নং- ৬১ তারখি- ১২/৪/১৩৯৮ হজিরী। উক্ত সদ্ধিান্তটি নম্নিরূপ:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক আল্লাহর রাসূলরে প্রতি, তাঁর পরবিারবর্গ ও সাহাবীগনরে প্রতি।

এক:
কউে যদি এমন কোন দশেে অবস্থান করে যখোনে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তরে মাধ্যমে দনি ও রাত চহ্নিতি করা যায় এবং গ্রীষ্মরে দনি খুব বড় ও শীতরে দনি ছোট হয় তবে শরয়িত কর্তৃক নর্িধারতি সুবদিতি ৫ ওয়াক্ত সময়সূচী অনুযায়ী নামায আদায় করা তাদরে জন্য ফরজ। এর দললি হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا] (الإسراء : 78) [17

“সূর্য ঢলে পড়ার পর থকেে রাতরে অন্ধকার ঘন হওয়া পর্যন্ত এবং ফজররে নামায কায়মে করুন। নশ্চিয় ফজররে

তলোওয়াতে (ফরেশেতারা) উপস্থতি থাকে।” [১৭ সূরা আল ইস্‌রা: ৭৮]

আল্‌লাহ তাআলা আরও বলনে:

[إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا] (4 النساء : 103)

“নশ্চিয় সালাত নর্‌ধিারতি সময়ে আদায় করা মুমনিদরে উপর ফরজ।”[৪ সূরা আল নসিা: ১০৩]

আব্‌দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা থকেে প্রমাণতি হয়ছেে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে:

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ) رواه مسلم (612

“জোহররে সময় হলো- যখন সূর্য পশ্চমিাকাশে হলেে পড়ে তখন থকেে শুরু করে ব্যক্তরি ছায়া তার সমপরমিাণ হয়ে আসররে ওয়াক্ত না-আসা পর্যন্ত। আসররে সময় হলো- যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে। মাগরবিরে সময় হলো- যতক্ষণ না পশ্চমিাকাশরে লালমিা অদৃশ্য হয়ে যায়। এশার সময় হলো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। ফজররে সময় প্রভাতরে আলো বচ্ছিুরতি হওয়া থকেে শুরু করে সূর্য উদতি হওয়া পর্যন্ত। সূর্যোদয়কালীন সময়ে নামায থকেে বরিত থাকুন। কনেনা, সূর্য শয়তানরে দুই শংিয়রে মাঝখানে উদতি হয়।” [মুসলমি ৬১২] এছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে সময়সীমা নর্‌ধিারণমূলক আরও অনকে কওলি ও ফলেি হাদসি রয়ছেে। এ হাদসিগুলোতে দনি ছাটে কি বড় সে পার্থক্য করা হয়নি। রাত ছাটে কি বড় সে পার্থক্য করা হয়নি। যহেতেু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নর্‌দষ্টি আলামতরে মাধ্যমে নামাযরে সময়সীমা আলাদাভাবে চহ্নিতি করে দয়িছেনে। নামাযরে সময়সূচী সম্পর্কে এই আলোচনা। আর রমজানরে রোজা রাখার সময়সীমা নর্‌ধিারণরে ক্ষত্রেে মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তদিরে ওয়াজবি হলো- তাদরে দশেে ফজররে শুরু থকেে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে খাবার, পানীয় ও সকল প্রকার রোজা-ভঙ্গকারী মুফাত্তরিাত থকেে বরিত থাকা; যে পর্যন্ত তাদরে দশেে রাত থকেে দনিকে পৃথকভাবে আলাদা করা যায় এবং রাতদনিরেপরসিীমা ২৪ ঘণ্টায় হয়ে থাকে। রাত ছাটে হলওে তাদরে জন্য খাবার, পানীয় ও শারীরকি মলিন ইত্যাদি শুধু রাতরে বলোয় হালাল হবে। কারণ ইসলামী শরয়িত সকল দশেরে মানুষরে জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলনে:

[وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ] (2 البقرة : 187)

আর তোমেরা পানাহার কর যতক্ষণ না ঊষার কালো সুতা হতে ঊষার সাদা সুতা স্পষ্টরূপে তোমাদরে নকিট প্রতভিাত হয়।

অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর” [সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭]

যে ব্যক্তি রোজা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হবে দিন দীর্ঘ হওয়ার কারণে কিংবা বিভিন্ন আলামত, অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্ত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে জানতে পারবে নতুবা তার প্রবল ধারণা হবে যে, এই রোজা পালনের কারণে তার মৃত্যু হতে পারে অথবা কঠিন রোগ দেখা দিতে পারে অথবা বর্তমান রোগ বেড়ে যেতে পারে অথবা সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে তবে সেক্ষেত্রে তিনি রোজা না-রেখে সেই দিনগুলোর কাযা রোজা সুবিধা মত সময়ে পালন করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

[فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] (البقرة 2 : 185)

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পেল সে যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [২ সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৮৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

[لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة 2 : 286)

“আল্লাহ যে কারো উপর তার সাধ্যের মধ্যে ভার আরোপ করেন।” [২ সূরা আল-বাক্বারা: ২৮৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলছেন:

[وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] (الحج 22 : 78)

“তিনি তোমাদের উপর দ্বীন পালনে কাঠিন্য আরোপ করেন নি।” [২২ সূরা আল-হজ্জ : ৭৮]

দুই:
কেউ যদি এমন কোন দেশে অবস্থান করে যেখানে গ্রীষ্মকালে সূর্য ডুবে না অথবা শীতকালে সূর্য উদিত হয় না অথবা দিবালোক ৬ মাস ও রাতের অন্ধকার ৬ মাস স্থায়ী হয় তবে তাদের জন্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ বার সালাত আদায় করা ফরজ এবং নিকটবর্তী দেশের নামাযের সময়সূচী অনুযায়ী তারা একটি সময়সূচী নির্ধারণ করে নিবে। নিকটবর্তী যে দেশে নামাযের সময়গুলোএকটি থেকে আরেকটিআলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এর দলিল হচ্ছে- ইসরা ও মিরাজের হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের উপর দিবানিশি ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবের নিকট তা কমানোর প্রার্থনা করতে থাকলেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ বললেন:

(يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) رواه مسلم (162) .

“হে মুহাম্মদ! নশ্চিয় (ফরজকৃত নামায) প্রতদিনি ও রাতে ৫ বার নামায।”[সহহি মুসলমি (১৬২)]

আরও দললি হচ্ছে– ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে প্রমাণতি হয়ছেে যে, তনিি বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নজদ থকেে এক লোক এলো। তার চুল ছলি এলোমেলো। আমরা তার গুনগুন শব্দ শুনছলিাম; কন্তিু সে কি বলছে তা বুঝা যাচ্ছলি না। এক পর্যায়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলো এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: “দনিে ও রাতে ৫ বার নামায আদায় করা।” সে বলল: “আমার উপর কি এগুলো ছাড়া আর কোন নামাযরে দায়ত্বি আছে?” তনিি বললনে: “না, তবে আপনি যদি নফল নামায করতে চান...।”[সহহি বুখারী (৪৬) ও সহহি মুসলমি (১১)]

এছাড়াও সাব্যস্ত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরে নকিট মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছলিনে। তখন সাহাবীগণ বললনে: “সে পৃথবিীতে কতদনি থাকবে?” তনিি বললনে: “চল্লশি দনি। তার একটা দনি হবে এক বছররে সমান। একটা দনি হবে এক মাসরে সমান। একটা দনি হবে এক সপ্তাহরে সমান। আর বাকি দনিগুলো আপনাদরে দনিরে মত হবে।” আমরা বললাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার যে দনিটি এক বছররে সমান হবে সে দনিে কী শুধু একদনিরে সালাত আদায় করলে যথষ্টে হবে?” তনিি বললনে: “না, আপনাদরেকে হসিাব করে নতিে হবে।”[সহহি মুসলমি (২৯৩৭)]

সুতরাং যে দনিরে দর্ঘৈ্যএকবছররে সমানসদেনিে শুধু ৫ বারনামায আদায় করাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথষ্টে ঘোষণা করনে নি। বরং সে দনিরে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ বার নামায আদায় করা ফরজ করছেনে এবং তাদরে দশেরে স্বাভাবকি দনিে এক ওয়াক্ত থকেে আরকে ওয়াক্তরে মাঝে যে ব্যবধান থাকে সটোকে ভত্তিকিরে নামাযরে সময়সূচী নর্িধারণ করে নয়োর নর্িদশে দয়িছেনে।সুতরাং যে দশেরে নামাযরে সময়সূচী নর্িধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়ছে, সে দশেরে মুসলমিদরে উপর ওয়াজবি হল- তারা তাদরে সবচয়েে নকিটবর্তী যে দশেে রাত ও দনি আলাদাভাবে চহ্নিতি করা যায়, যে দশেে শরয়িত নর্িধারতি আলামতগুলোর ভত্তিতিে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ ওয়াক্ব্ত নামাযরে সময়সূচী নর্িণয় করা যায় সে দশেরে সময়সূচীর উপর ভত্তি করে তাদরে নামাযরে সময় নর্িধারণ করে নবি। অনুরূপভাবে তাদরে উপর রমজান মাসরে সয়িাম পালন ফরজ। তারা তাদরে সয়িাম পালনরে জন্য রমজান মাসরে শুরু ও শষে নর্িধারণ করবে, রমজান মাসরে প্রতদিনি রোজা শুরুর সময় ও ইফতাররে সময় নর্িধারণ করবে তাদরে সবচয়েে কাছরে যে দশেে স্বাভাবকি ২৪ ঘণ্টায় দনি-রাত পৃথকভাবে চহ্নিতি করা যায় সে দশেরে ফজররে সময় ও সূর্যাস্তরে সময়রে ভত্তিতিে। এই দনিরে সময়সীমা হবে ২৪ ঘণ্টা। এর দললি হচ্ছে- ইতপিূর্বে উল্লখেতি মসহি দাজ্জাল সম্পর্কতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসি। যে হাদসিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নামাযরে সময় নর্িধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে দকিনর্িদশেনা দয়িছেনে। এ ক্ষত্রেে রোজা ও নামাযরে মাসয়ালার মধ্যে কোন পার্থক্য নইে।

আল্লাহই তাওফকি দাতা। আল্লাহ আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবিারবর্গ ও তাঁর সাহাবীগণরে উপর আল্লাহর পক্ষ থকেে রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। সমাপ্ত